দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

014

শিক্ষাঙ্গন

বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা

বৃটিশ আমলে আমাদের দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। সে আমলে প্রতিটি উপজেলায় ২/৩টি'র বেশী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল না। ঐ সব বিদ্যালয়ের লেখা-পড়ার মান তখনকার আমলের স্বল্পসংখ্যক সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালায়ের মানের সমতুল্য ছিলো বললে ভুল হবে না।

সেকালে দেশের বিভিন্ন পল্লী শিক্ষায় বহু সংখ্যক বেসরকারী এম, ই, এম, ই, মাদ্রাসা ও এমভি স্কুল প্রতিষ্ঠিত ছিল। তৃতীয় শ্রেণী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ঐ সব বিদ্যালয়ে পড়ানো হতো। ৬ষ্ঠ শ্রেণী শেষে ঐ সব বিদ্যলায়ের ছাত্রদেরকে মিড্‌ল স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট এ্যাণ্ড স্কলারশীপ এক্সজামিনেশন নামক একটি বাধ্যতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিতে হতো। যারা কৃতিত্বের সাথে ঐ পরীক্ষা পাস করতো তাদেরকে একটি বৃত্তি দেয়া হতো যা দশম শ্রেণী পর্যন্ত চালু থাকতো।

তখনকার নিয়মানুযায়ী কেবল পাস ছাত্রগণই মাধ্যমিক বিদ্যলায়ের ৭ম শ্রেণীতে গিয়ে ভর্তি হতো। ফেল করে কোন ছাত্রই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির অনুমতি পেতো না। ঐ সময়ে উল্লেখিত ২ শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত চালু ছিল। উল্লেখ্য, আজকালও দেশের সব ধরনের সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সে ধারা অব্যাহত রয়েছে। তখনকার যুগে, এম, ই, পাস করে যে সব ছাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতো তারা বেশ কৃতিত্বের সাথে এনট্যান্স পাস করতো। সে আমলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ইংরেজী ছিল শিক্ষার মাধ্যম। বলাবাহুল্য, ১৯৩৮ সনে, শিক্ষার মাধ্যম বাংলা করা হয় এবং '৪৭ সন পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা মাধ্যম সিলেবাস চালু ছিল। তখন দেখা যেতো যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে যেসব ছাত্র এনট্যান্স বা ম্যাট্রিক পাস করতো তারা অনায়াসে বি, এ, ও এম কৃতিত্বের সাথে পাস করার গৌরব অর্জ করতে পারতো। ঐ সময় উক্ত বিদ্যালয়গুলোতে বাংলাসহ অন্যান্য বিষয় বর্ধিত কোর্সে শিক্ষা দেয়া হতো। তখনকার যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিলো তা সে আমলের মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির মূল কারণ ছিলো। পরবর্তী আমলে সুপ্রতিষ্ঠিত এম, ই, এম, ই, মাদ্রাসা ও এমভি স্কুলগুলো তুলে নিয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার অন্তভুক্ত করা হলে মাধ্যমিক শিক্ষার দারুণ অবনতি সুচিত হয়। ১৯৬৩ সনে তৎকালীন সরকার দেশের ৪টি বিভাগে ৪টি শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে পূর্বতন পূর্বপাকিস্তান শিক্ষা বোর্ডের কারিকুলাম বিলোপ করেন এবং নতুন কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়ন করে এসএসসি পরীক্ষা প্রর্বতন করেন। এই নিম্নমানের ও যুগ অনুযোগী সিলেবাস প্রবর্তনের ফলে, মাধ্যমিক শিক্ষার আরও অবনতি ঘটে। স্বাধীনতার পর থেকে সেই একই ধরনের সিলেবাস চালু রয়েছে। ফলে দেখা যায় যে, একজন এসএসসি পাস ছাত্রের জ্ঞান আগের তুলনায় নিম্নমানের।

আমাদের মতে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে যুগপোযুগী আদর্শ ও গণ-কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে, উক্ত বিদ্যালয়গুলোকে ২টি স্তরে বিভক্ত করা উচিত। চতুর্থ শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত নিম্ন মাধ্যমিক এবং ৯ম, ১০ম শ্রেণী নিয়ে মাধ্যমিক। প্রথম স্তরের বিদ্যালয়গুলোকে সূচনা থেকেই সরকারী এবং ২য় স্তরের বিদ্যালয়গুলোকে ক্রমশঃ সরকারীভাবে চালু করা বিধেয়। কোন অবস্থাতেই ঐ সব বিদ্যালয়কে একই সাথে সরকারী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত উচিত নয়। কেননা, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে একই সাথে ঘটা করে সরকারী করার দেশের সব শিক্ষাব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে আজ অচল হয়ে পড়েছে।

দেশের পল্লী এলাকার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বেসরকারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত করে চালু করলে উভয় বিদ্যালয়ের লেখা-পড়ার মান উন্নত হবে এবং পর্যায়ক্রমে এক দীর্ঘ মেয়াদী সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে ঐ দুই শ্রেণীর বিদ্যালয়কে ক্রমে ক্রমে সরকারী করা যেতে পারে। বলাবাহুল্য, স্বাধীনতার পর দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অপ্রয়োজনে বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ওগুলোর জন্য সরকারকে প্রতি মাসে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে। ব্যাঙ্গের ছাতার মত গড়ে ওঠা এসব বিদ্যালয়ের কারণে, আজ পরীক্ষা ব্যবস্থায় নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে এবং এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ তথাকথিত শিক্ষক ও কর্মচারীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে। আমাদের মতে, এযুগে এসব বিদ্যালয় জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য অমংগল সৃষ্টি করে জাতিকে চরম অবনতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বর্তমান যান্ত্রিক ও বিজ্ঞানের এ যুগে মাধ্যমিক সিলেবাস মোটেই যুগপোযুগী নয়। এই প্রেক্ষিতে নয়া শিক্ষানীতি প্রর্বতন করতেই হবে। তা না হলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক অচল ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে বলে আমাদের ধারণা।

—আবু মোহাম্মদ আদীল